ন্যায়দর্শন

(গৌতমসূত্র)

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

ও

বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত

পঞ্চম খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিত শ্রীযুক্তফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক
অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী

(চতুর্থ অধ্যায়, দ্বিতীয় আহ্নিক)

বিষয়	পৃষ্ঠাঙ্ক
ভাষ্যে—আত্মা প্রভৃতি সমস্ত প্রমেয় পদার্থের প্রত্যেকের তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ বলা যায় না, যে কোন প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানও মুক্তির কারণ বলা যায় না, সুতরাং প্রমেয়তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ হইতে পারে না —এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থনপূর্ব্বক তদুত্তরে সিদ্ধান্ত কথিত হইয়াছে যে, প্রমেয়বর্গের মধ্যে যে প্রমেয় বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান যে জীবের সংসারের নিদান, সেই প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞান তাহার মুক্তির কারণ। অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধিরূপ মোহই মিথ্যাজ্ঞান, উহাকেই অহঙ্কার বলে। ঐ মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্য শরীরাদি প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানও আবশ্যক। যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদনপূর্ব্বক প্রথম সূত্রের অবতারণা	১—৪—৫—১৬
প্রথম সূত্রে—শরীরাদি দুঃখ পর্য্যন্ত যে দশবিধ প্রমেয় রাগ-দ্বেষাদি দোষের নিমিত্ত, তাহার তত্ত্বজ্ঞান প্রযুক্ত অহঙ্কারের নিবৃত্তি কথন ...	১৬
দ্বিতীয় সূত্রে—রূপাদি বিষয়সমূহ মিথ্যা সংকল্পের বিষয় হইয়া রাগদ্বেষাদি দোষ উৎপন্ন করে, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ দ্বারা মুমুক্ষুর রূপাদি বিষয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞানই প্রথম কর্ত্তব্য, এই সিদ্ধান্তের প্রকাশ ...	৩৪
তৃতীয় সূত্রে—অবয়বিবিষয়ে অভিমান রাগদ্বেষাদি দোষের নিমিত্ত, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ	৪৬
ভাষ্যে—অবয়বিবিষয়ে অভিমানের ব্যাখ্যার জন্য দৃষ্টান্তরূপে পুরুষের সম্বন্ধে স্ত্রী-সংজ্ঞা ও স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষসংজ্ঞারূপ মোহ এবং উক্ত স্থলে নিমিত্তসংজ্ঞা ও অনুব্যঞ্জনসংজ্ঞারূপ মোহের ব্যাখ্যা। মুমুক্ষুর পক্ষে ঐ সমস্ত সংজ্ঞা বর্জ্জনীয়, কিন্তু অশুভসংজ্ঞাচিন্তনীয়। অশুভসংজ্ঞার ব্যাখ্যা ও উক্ত সিদ্ধান্তে যুক্তি প্রকাশ	৪৬—৫২
চতুর্থ সূত্রে—অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন করিতে প্রথমে তদ্বিষয়ে সংশয় সমর্থন	৫৩

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

পঞ্চম সূত্রে—উক্ত সংশয়ের অনুপপত্তি সমর্থন ... ৫৬

ষষ্ঠ সূত্রে—পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে অবয়বীর অসত্তাবশতঃও তদ্বিষয়ে সংশয়ের অনুপপত্তি কথন ৫৭

সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম সূত্রের দ্বারা অবয়বীতে তাহার অবয়বসমূহ কোনরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়বসমূহেও অবয়বী কোনরূপে বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়বসমূহ হইতে পৃথক্ স্থানেও অবয়বী বর্ত্তমান থাকিতে পারে না এবং অবয়বসমূহ ও অবয়বীর ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহাও বলা যায় না ; অতএব অবয়বী নাই, অবয়বী অলীক, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন ... ৫৮—৬১

একাদশ ও দ্বাদশ সূত্রে—পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত যুক্তি খণ্ডন। ভাষ্যে—অবয়বসমূহে অবয়বীর বর্ত্তমানত্ব সমর্থনপূর্ব্বক অবয়বীর অস্তিত্ব সমর্থন ... ... ৬৭—৬৯

১৩শ সূত্রে—পরমাণুপুঞ্জবাদীর মতে অবয়বী না থাকিলেও অন্য দৃষ্টান্তের দ্বারা পুনর্ব্বার পরমাণুপুঞ্জের প্রত্যক্ষত্ব সমর্থন ... ৮২

১৪শ সূত্রে—পরমাণুর অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ পরমাণুপুঞ্জও ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে পারে না,—এই যুক্তি দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডন। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত যুক্তির বিশদ ব্যাখ্যা এবং পরমাণুপুঞ্জবাদীর অন্য কথারও খণ্ডনপূর্ব্বক সূত্রোক্ত যুক্তির সমর্থন ... ৮৪—৮৫

১৫শ সূত্রে—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি অনুসারে অবয়বীর অভাব সিদ্ধ হইলে ঐ যুক্তির দ্বারা অবয়বেরও অভাব সিদ্ধ হওয়ায় সর্ব্বাভাবই সিদ্ধ হয়, এই আপত্তির প্রকাশ ৯১

১৬শ সূত্রে—পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা পরমাণুর অভাব সিদ্ধ না হওয়ায় সর্ব্বাভাব সিদ্ধ হয় না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ। ভাষ্যে—যুক্তির দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব সমর্থনপূর্ব্বক পরমাণুর স্বরূপ প্রকাশ ... ৯৪—৯৬

১৭শ সূত্রে—নিরবয়ব পরমাণুর অস্তিত্ব সমর্থন ... ৯৭

১৮শ ও ১৯শ সূত্রে—সর্ব্বাভাববাদীর অভিমত যুক্তি প্রকাশ করিয়া নিরবয়ব পরমাণু নাই, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন ... ১০৮—১১০

২০শ সূত্রে—উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ... ১১০

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

২১শ সূত্রে—পূর্ব্বপক্ষবাদীর আপত্তি খণ্ডনের জন্য আকাশের বিভুত্ব সমর্থন ১১৪

২২শ সূত্রে—আকাশের বিভুত্বপক্ষে আপত্তি খণ্ডন ... ১১৬

ভাষ্যে—পরমাণু কার্য্য বা জন্য পদার্থ হইতে পারে না, সুতরাং পরমাণুতে কার্য্যত্ব না থাকায় কার্য্যত্ব হেতুর দ্বারা পরমাণুর অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না এবং পরমাণুর অবয়ব না থাকায় উপাদানকারণের বিভাগপ্রযুক্ত পরমাণুর বিনাশিত্বরূপ অনিত্যত্বও সম্ভব নহে, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ... ... ১১৮—১২০

২৩শ ও ২৪শ সূত্রে—পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত চরম যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পরমাণুর সাবয়বত্ব সমর্থন ... ১২১—১২৯

ভাষ্যে—প্রথমে স্বতন্ত্রভাবে উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ... ১২৯

২৫শ সূত্রে—উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন দ্বারা পরমাণুর নিরবয়বত্ব সিদ্ধান্তের সংস্থাপন ১৩৩

ভাষ্যে—সর্ব্বাভাববাদী বা বিজ্ঞানমাত্রবাদীর মতানুসারে সমস্ত জ্ঞানের ভ্রমত্ব সমর্থনপূর্ব্বক ২৬শ সূত্রের অবতারণা।

২৬শ সূত্রে—বুদ্ধির দ্বারা বিবেচন করিলে কোন পদার্থেরই স্বরূপের উপলব্ধি হয় না, অতএব বিষয়ের সত্তা না থাকায় সমস্ত জ্ঞানই অসদ্-বিষয়ক হওয়ায় ভ্রম, এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ ... ১৪৭

২৭শ, ২৮শ, ২৯শ ও ৩০শ সূত্রের দ্বারা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন .. ১৫০—১৫৬

৩১শ ও ৩২শ সূত্রে সর্ব্বাভাববাদী ও বিজ্ঞানমাত্রবাদীর মতানুসারে স্বপ্নাদি স্থলে যেমন বস্তুতঃ বিষয় না থাকিলেও অসৎ বিষয়ের ভ্রম হয়, তদ্রূপ প্রমাণ ও প্রমেয় অসৎ হইলেও তাহার ভ্রম হয়, এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ ১৫৭

৩৩শ সূত্রে—উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন। ভাষ্যে—বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির খণ্ডন ... ... ১৫৯—১৬৩

৩৪শ সূত্রে—পূর্ব্বোক্ত মত-খণ্ডনের জন্য পরে স্মৃতি ও সংকল্পের বিষয়ের ন্যায় স্বপ্নাদি স্থলীয় বিষয়ও পূর্ব্বানুভূত, সুতরাং তাহাও অসৎ বা অলীক নহে, এই নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ।—ভাষ্যে বিচারপূর্ব্বক যুক্তির দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন ... ... ১৬৪ – ১৭১

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

৩৫শ সূত্রে—তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সেই ভ্রম জ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না, এই সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তিবিশেষের খণ্ডন। ভাষ্যে—মায়া, গন্ধর্ব্বনগর ও মরীচিকা স্থলেও ভ্রমজ্ঞানের বিষয় অলীক নহে, ঐ সমস্ত স্থলেও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সেই ভ্রমজ্ঞানের বিষয়ের অলীকত্ব প্রতিপন্ন হয় না এবং মায়াদি স্থলে ভ্রমজ্ঞানও নিমিত্তবিশেষজন্য, ইত্যাদি সিদ্ধান্তের সমর্থন দ্বারা সর্ব্বাভাববাদীর মতের অনুপপত্তি সমর্থন। ... ১৭২—১৮০

৩৬শ সূত্রে—ভ্রমজ্ঞানের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া, তদ্দ্বারাও জ্ঞেয় বিষয়ের সত্তাসমর্থন ১৮১

৩৭শ সূত্রে—সমস্ত জ্ঞানই ভ্রম, জগতে যথার্থ জ্ঞান নাই—এই মতের খণ্ডনে চরম যুক্তির প্রকাশ। ভাষ্যে—সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যার দ্বারা উক্ত মতের অনুপপত্তি সমর্থন ... ... ১৮৩—২২০

৩৮শ সূত্রে—সমাধিবিশেষের অভ্যাসপ্রযুক্ত তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি কথন ... ... ২২০—২২৩

৩৯শ ও ৪০শ সূত্রে—পূর্ব্বপক্ষরূপে সমাধিবিশেষের অসম্ভাব্যতা সমর্থন ... ... ২২৩—২২৫

৪১শ ও ৪২শ সূত্রে—পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য সমাধিবিশেষের সম্ভাব্যতা সমর্থন ... ... ২২৫—২৩১

৪৩শ সূত্রে—মুক্ত পুরুষেরও জ্ঞানোৎপত্তির আপত্তি প্রকাশ ... ২৩১

৪৪শ ও ৪৫শ সূত্রে—উক্ত আপত্তির খণ্ডন .. ২৩২—২৪১

৪৬শ সূত্রে—মুক্তিলাভের জন্য যম ও নিয়ম দ্বারা এবং যোগশাস্ত্রোক্ত অধ্যাত্মবিধি ও উপায়ের দ্বারা আত্ম-সংস্কারের কর্ত্তব্যতা প্রকাশ ... ২৪১—২৫০

৪৭শ সূত্রে—মুক্তিলাভের জন্য আন্বীক্ষিকীরূপ আত্মবিদ্যার অধ্যয়ন, ধারণা এবং অভ্যাসের কর্ত্তব্যতা এবং সেই আত্মবিদ্যা-বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের সহিত সংবাদের কর্ত্তব্যতা প্রকাশ .. ... ২৫০—২৫৩

৪৮শ সূত্রে—অসূয়াশূন্য শিষ্যাদির সহিত বাদবিচার করিয়া তত্ত্বনির্ণয়ের কর্ত্তব্যতা প্রকাশ ... ... ২৫৩—২৫৬

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

৪৯শ সূত্রে—পক্ষান্তরে, তত্ত্বজিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে গুরু প্রভৃতির নিকটে উপস্থিত হইয়া প্রতিপক্ষ স্থাপন না করিয়াই সংবাদ কর্ত্তব্য অর্থাৎ গুরু প্রভৃতির কথা শ্রবণ করিয়া, তদ্দ্বারা নিজদর্শনের পরিশোধন কর্ত্তব্য, এই চরম সিদ্ধান্ত প্রকাশ ... ... ২৫৬—২৫৯

৫০শ সূত্রে—তত্ত্ব-নিশ্চয়-রক্ষার্থ জল্প ও বিতণ্ডার কর্ত্তব্যতা সমর্থন ... ... ২৫৯—২৬২

৫১শ সূত্রে—আত্মবিদ্যার রক্ষার উদ্দেশ্যেই জিগীষাবশতঃ জল্প ও বিতণ্ডার দ্বারা কথন কর্ত্তব্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ ... ২৬৩—২৬৬

পঞ্চম অধ্যায়

প্রথম সূত্রে—“সাধর্ম্ম্যসম” প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি প্রতিষেধের নাম-কীর্ত্তনরূপ বিভাগ ... ... ২৬৭—৩১১

দ্বিতীয় সূত্রে—“সাধর্ম্ম্যসম” ও “বৈধর্ম্ম্যসম” নামক প্রতিষেধ-দ্বয়ের লক্ষণ ... ... ৩১২—৩১৩

ভাষ্যে—উক্ত প্রতিষেধদ্বয়ের সূত্রোক্ত লক্ষণব্যাখ্যা এবং প্রকার-ভেদের উদাহরণ প্রকাশ ... ... ৩১৩—৩২৬

তৃতীয় সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর। ভাষ্যে—উক্ত উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৩ ৬—৩৩৫

চতুর্থ সূত্রে—“উৎকর্ষসম” প্রভৃতি ষড়্বিধ “প্রতিষেধে”র লক্ষণ ; ভাষ্যে—যথাক্রমে ঐ সমস্ত প্রতিষেধের লক্ষণব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ ... ... ৩৩৬—৩৫১

পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত ষড়্বিধ প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৩৫১—৩৫৮

সপ্তম সূত্রে—“প্রাপ্তিসম” ও “অপ্রাপ্তিসম” প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ... ৩৫৮—৩৬৩

অষ্টম সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধদ্বয়ের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৩৬৩—৩৬৫

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

নবম সূত্রে—"প্রসঙ্গসম" ও "প্রতিদৃষ্টান্তসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণদ্বয়ের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ প্রকাশ ... ৩৬৫—৩৭০

দশম ও একাদশ সূত্রে—যথাক্রমে পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রতিষেধ"দ্বয়ের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ৩৭০—৩৭৪

দ্বাদশ সূত্রে—"অনুৎপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ৩৭৫

ত্রয়োদশ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত "প্রতিষেধে"র উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৩৭৭—৩৭৯

চতুর্দ্দশ সূত্রে—"সংশয়সম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ৩৭৯

পঞ্চদশ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৩৮২—৩৮৭

ষোড়শ সূত্রে—"প্রকরণসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ... ৩৮৭—৩৯২

সপ্তদশ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এবং "প্রকরণসম" নামক হেত্বাভাস ও "প্রকরণসম" প্রতিষেধের উদাহরণ-ভেদ প্রকাশ ... ৩৯৩—৩৯৭

অষ্টাদশ সূত্রে—অহেতুসম প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ... ৩৯৭—৩৯৯

১৯শ ও ২০শ সূত্রে—"অহেতুসম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৩৯৯—৪০৩

২১শ সূত্রে—"অর্থাপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ... ৪০৩—৪০৫

২২শ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৪০৬—৪০৯

২৩শ সূত্রে "অবিশেষসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ... ৪১০—৪১২

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

২৪শ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা এবং বিচারপূর্ব্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ... ৪১২

২৫শ সূত্রে—"উপপত্তিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—ঐ লক্ষণের ব্যাখ্যা ৪১৭

২৬শ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের ব্যাখ্যা ৪১৯

২৭শ সূত্রে "উপলব্ধিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ৪২২

২৮শ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ৪২৫

২৯শ সূত্রে—"অনুপলব্ধিসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত প্রতিষেধের উদাহরণস্থল প্রদর্শনপূর্ব্বক উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ... ৪২৮

৩০শ ও ৩১শ সূত্রে—পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৪৩১—৪৪১

৩২শ সূত্রে—"অনিত্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ৪৪২

৩৩শ ও ৩৪শ সূত্রে—"অনিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ... ... ৪৪৩—৪৪৯

৩৫শ সূত্রে—"নিত্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ৪৪৯

৩৬শ সূত্রে—"নিত্যসম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্যব্যাখ্যা এবং বিচারপূর্ব্বক উক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন ... ৪৫৩

৩৭শ সূত্রে—"কার্য্যসম" প্রতিষেধের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা ৪৫৬

৩৮শ সূত্রে—"কার্য্যসম" প্রতিষেধের উত্তর। ভাষ্যে—ঐ উত্তরের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা ৪৬৪

৩৯শ সূত্র হইতে পাঁচ সূত্রে—"ষট্‌পক্ষী"রূপ "কথাভাস" প্রদর্শন। ভাষ্যে—উদাহরণ দ্বারা উক্ত কথাভাসের বিশদ ব্যাখ্যা ও অসদুত্তরত্ব সমর্থন ... ... ৪৬৯—৪৮৭

দ্বিতীয় আহ্নিক

বিষয় পৃষ্ঠাঙ্ক

প্রথম সূত্রে—"প্রতিজ্ঞাহানি" প্রভৃতি দ্বাবিংশতিপ্রকার নিগ্রহস্থানের নামোল্লেখ ৪৯১

দ্বিতীয় সূত্রে—"প্রতিজ্ঞাহানি"র লক্ষণ। ভাষ্যে উদাহরণ দ্বারা "প্রতিজ্ঞাহানি"র নিগ্রহস্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ ... ৫০৩

তৃতীয় সূত্রে—"প্রতিজ্ঞান্তরে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত লক্ষণের ব্যাখ্যা, উদাহরণ ও উহার নিগ্রহস্থানত্বে যুক্তি প্রকাশ ... ৫০৭

চতুর্থ সূত্রে—"প্রতিজ্ঞাবিরোধে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ৫১১

পঞ্চম সূত্রে—"প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ৫১৫

ষষ্ঠ সূত্রে—হেত্বন্তরের লক্ষণ। ভাষ্যে—সাংখ্যমতানুসারে উদাহরণ প্রকাশ ৫১৮

সপ্তম সূত্রে—অর্থান্তরের লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ... ৫২৩

অষ্টম সূত্রে—"নিরর্থকে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ... ৫৩০

নবম সূত্রে—"অবিজ্ঞাতার্থের"র লক্ষণ ৫৩৩

দশম সূত্রে—"অপার্থকে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ... ৫৩৬

১১শ সূত্রে—"অপ্রাপ্তকালে"র লক্ষণ ৫৪১

১২শ সূত্রে—"ন্যূনে"র লক্ষণ ৫৪৪

১৩শ সূত্রে—"অধিকে"র লক্ষণ ৫৪৬

১৪শ সূত্রে—"শব্দপুনরুক্ত" ও "অর্থপুনরুক্তে"র লক্ষন। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ৫৪৯

১৫শ সূত্রে—তৃতীয় প্রকার "পুনরুক্তে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উদাহরণ প্রকাশ ৫৫০

১৬শ সূত্রে—"অননুভাষণে"র লক্ষণ ৫৫৩

১৭শ সূত্রে—"অজ্ঞানে"র লক্ষণ ৫৫৬

বিষয় — পৃষ্ঠাঙ্ক

১৮শ সূত্রে—"অপ্রতিভা"র লক্ষণ ৫১৮

১৯শ সূত্রে—"বিক্ষেপে"র লক্ষণ ৫৬১

২০শ সূত্রে—"মতানুজ্ঞা"র লক্ষণ ৫৬৪

২১শ সূত্রে—"পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উক্ত নিগ্রহস্থান মধ্যস্থ সভ্য কর্ত্তৃক উদ্ভাব্য, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন ৫৬৬

২২শ সূত্রে—"নিরনুযোজ্যানুযোগের লক্ষণ ৫৭০

২৩শ সূত্রে—"অপসিদ্ধান্তে"র লক্ষণ। ভাষ্যে—উহার ব্যাখ্যাপূর্ব্বক উদাহরণ প্রকাশ ৫৭৩

২৪শ সূত্রে—প্রথম অধ্যায়ে যথোক্ত "হেত্বাভাস" সমূহের নিগ্রহস্থানত্ব কথন ৫৭৮